দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...19 SEP 1998...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

কুলাউড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ

কুলাউড়া (মৌলভীবাজার), ১৮ই সেপ্টেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– কুলাউড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। একজন শিক্ষকের নিয়োগ দেয়াকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয়ের ছাত্রীসহ অভিভাবক মহলে চরম অসন্তোষ বিরাজ করছে।

গত ২৮শে আগস্ট সন্ধ্যায় বিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্রীর অভিভাবক কুলাউড়া প্রেসক্লাবে উপস্থিত হয়ে স্থানীয় সংসদ সদস্য সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদকে বিতর্কিত রন্টু চন্দ নামের উক্ত শিক্ষকের নিয়োগ বন্ধসহ বিভিন্ন অনিয়ম বন্ধের দাবি জানান।

অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দুর্নীতি ও অনিয়মের ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ পেশ করেন। অভিভাবকগণের বিভিন্ন অভিযোগ শোনার পর সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ এমপি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেন।

উক্ত বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বিধি-বহির্ভূত বিভিন্ন কাজের জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাফাত উদ্দিন আহমদের বিরুদ্ধে স্থানীয় দু'জন অভিভাবক গত ১৬ই আগস্ট জেলা প্রশাসক বরাবরে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন। অভিযোগে বলা হয়েছে, উক্ত বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের কাছ থেকে বেতন আদায় সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও সেশন ফি ও উন্নয়ন ফি আদায়ের অজুহাতে ছাত্রীদের উপ-বৃত্তির সমূহ অর্থই বিদ্যালয়ে রেখে দেয়া হয়। প্রতিবছর নির্বাচনী পরীক্ষার পর পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোচিং ফি বাবদ জনপ্রতি ৩শ' টাকা করে আদায় করা হয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন ক্লাসে পৃথকভাবে সেকশন চালু করেছেন। ফলে শিক্ষা জীবনের শুরুতেই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করা হচ্ছে। এছাড়া স্বজনপ্রীতির অভিযোগ এনে বলা হয়েছে, উক্ত বিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষকের শূন্যপদে অতীতে জনৈক শিক্ষকের স্ত্রীসহ একাধিক আত্মীয়-স্বজনকে নিয়োগ দেয়া হয়। কার্যত নির্বাহী কমিটির কতিপয় সদস্যও এ ধরনের সুযোগ গ্রহণ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

জানা যায়, জেলা প্রশাসক কর্তৃক কুলাউড়া থানা নির্বাহী অফিসারকে অভিযোগের তদন্ত করার নির্দেশ দিলে থানা নির্বাহী অফিসার জরুরি ভিত্তিতে অভিযোগের তদন্তের জন্য কুলাউড়া থানা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সোলেমান খানকে আহ্বায়ক করে ৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছেন। তদন্ত কমিটি গঠন করার পর বিদ্যালয় কার্যনিবাহী কমিটি বিতর্কিত শিক্ষক রন্টু চন্দের নিয়োগ স্থগিত রেখেছেন।